গল্পো ল্যাবরেটরী

অন্তিম লগ্নে রবীন্দ্রনাথের জীবন দর্শন

–বিপ্লব পাল, ক্যালিফর্নিয়া

রাবীন্দ্রনাথের জীবন দর্শন মাপা, আমার মতন ছাপোশা বাঙ্গালীর দুবাঁও জলে ছিপ ফেলা!

তবু করতে হয় । নইলে, ভবিষ্যতে উনি হিন্দুদের তেত্রিশ কোটি এক তম কবি দেবতা হিসাবে দেখা দিতে পারেন ।

রবীন্দ্রমহাসমুদ্রের সমস্তমনি মানিক্য এই ক্ষুদ্র পরিসরে তুলে আনা সম্ভব নয় । আমার বিদ্যেয় কুলোবেও না । শুধু ল্যাবরেটরী গল্পের মধ্যে আস্তিক তা, নাস্তিকতা, বাঙ্গালীর বিজ্ঞান দর্শন, পরকীয়া, মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ইত্যাদি পাঁচ মিশেলের মধ্যে, সবার সেরা মানব ধর্মের যে মেঠো সুর , যা মহম্মদ আর ম নুর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে বাংলার চীরকালের গৌরব, তা নিয়ে দুচার কথা লিখে ফেললাম ।

নাস্তিক তা ও ন ন্দন কিশোর, সোহিনী, অধ্যাপক চৌধুরী এবং রেবতী :

ন ন্দন কিশোর Engineer । মেধা আছে । লোভ আছে । এই মানবীয় অয়বয়ের উপরে আছে এক সমাজসচেতন বিজ্ঞানবাদী মন মানসিকতা। যিনি বোঝেন যে আমাদের দেশের বিজ্ঞানচর্চ্চা, দারিদ্রহেতু শুধুই তাত্ত্বিক । পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানের অভাবে, আমাদের সমাজে বিজ্ঞানের ভিত্তি দুর্বল (যে কারনে আমাদের দেশে বেদে বা কোরানে বিজ্ঞান আবিস্কারকের সংখ্যা এতো বেশী)।

সোহিনী মুক্ত মানবী। হাজার হাজার বছর আগের, আদিম মানবী । যে সমাজে ধর্ম নেই। মানুষের জৈবিক প্রবৃতি এবং বেচে থাকার ইচ্চা সহজাত । রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আর্য্য আক্রম ন পূরবর্ত্তী দ্রাবির সমাজ। মুক্ত-মনা বলে ই বিজ্ঞান শেখে সে সবার আগে । আবার ধর্মে 'শ য়তানের' অবস্থান নিয়ে সে সাবলীল । সোহিনী জানে 'Social Darwinism" । তাই আকাতরে বলে, ভগবান নয়, শয়তানই আসল—কারণ, শয়তানই ঠেকাচ্ছে ব্রিটীশ সাম্রাজ্য । যীশু নয়। আবার সেই একই কারনে, সে নিজের পরকীয়া নিয়েও কুন্ঠিত নয়। তাঁর ভৎর্সনা ধর্মকে- যে ধর্ম মানবীর স হজাত বহুগামিতা কে দম ন ক রে । তাঁর ভাষায়, *'দ্রপদীকুন্তিদের সাজতে হয় সতি-সাবিত্রি'* । সতি সাবিত্রী নয়, বহু পুরু ষ কামনাই নারীর স হজাত প্রবৃত্তি । তাই সে অধ্যাপক কে চুম্বন ক রে, নিজের কর্ম সিদ্ধী করে ।

তাহলে স্বামী, তার কন্যা নীলার প্রতি তার কর্তব্য কি?

তারো আগের কথা ‘ মানুষ কে?’

এখানে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলীর উপনিষদের ঋষি । মানুষর ত্রিস্তরীয় অস্তিত্ব। দেহ, মন আর ভাববাদী আত্মা । শেষ বয়সে ভাব বাদে আস্থা নেই কবির । দেহ আর মনে ই তিনি অন্ত রীন । তাই সোহিনী র কাছে, দেহ নয়, তার স্বামীর প্রকৃত অস্তিত্বতার সমাজসচেতন বিজ্ঞান সাধনাই । সীতা ভিত্তিক পতিব্রতা আসলে দৈহিক সুচিবায়ুতা । তার উর্দ্ধে উঠে, সোহিনীর স্বামী নির্মান, স্বামীর মনন স্তরে । এই স্তরে সে আপোশহীন পতিব্রতা ।

অধ্যাপক চৌধুরী, নিরেপেক্ষ শ্রোতা। গল্পো ফোটানোর ক্যানভাস। আস্তিক তা-নাস্তিক তা, পুরুষ তন্ত্র-নারীতন্ত্র,পরকীয়া-স্বকীয়া ইত্যাদি নিয়ে সাদা রং ছরিয়ে, তিনি বিজ্ঞানীর মতন, অপেক্ষা করেন ছবির পরিণতির দিকে ।

রেবতী ভারতীয় বিজ্গানীদের একটি স্যাম্পল, অধর্শতাব্দী পেরিয়ে, যা আজো বাস্তব। বিজ্ঞান তাঁর কাছে শুধু ই পুঁথিগত বিদ্যা, যা নন্দন কিশোরের মতন, তাঁর জীবন দর্শ ন নয় । যা তাকে ডক্ট রট ডীগ্রীই শুধু দেয়, দেয় না সেই চেতনা, সেই শক্তি, যার উপ র ভিত্তি ক রে, সে আচারী পিশী র ধর্মাচ রণ থেকে নিজেকে সে মুক্ত করতে পারবে। তাই সে দিশা হীন । পুঁথিগত বিদ্যা তাকে করেছে জরভ র ত। মানশিক শক্তির অভাবে সে তার যৌন কামনা, অর্থলিপ্সা, ক্ষমতা লিপ্সা, ইত্যাদি, সমস্ত রিপুর কাছেই সে পরাভুত । ভারতীয় বিজ্ঞানীদের এত ভালো ভাবে আর কে আকঁতে পেরেছেন?

ল্যাবেরাটরি একটি অসাধারণ গল্পো, যার দর্শ ন আমাদের মত মুক্ত-মনাদের সমস্ত ব্যাপ্তিকে অতিক্রম করে !

==========

ডঃ বিপ্লব পাল পেশায় প্রকৌশলী, মুক্ত-মনার একজন সক্রিয় সদস্য।